কহিছে তোমরা সবে কর দরবার।
আমি যাইতাম দেশে বাসনা আমার।।'
মহাপ্রভু নিকটে নাগর কহিতেছে।
'গোলোকে পাঠান যদি তবে ভয় ঘুচে।।'
ঠাকুর বলেন 'কেন গোলোক যাইবে।
হরিবল হ'বে ভাল, ভয় নাহি রবে।।
তবু আরবার গিয়া কহিছে নাগর।
'জীবনের আশা নাই হ'য়েছি কাতর।।'
ঠাকুর বলেন 'এত ভয় কি লাগিয়া।
আন্ দেখি দিব আমি সরিষা পড়িয়া।।
'সরিষা পড়া লাগিয়া মনের বিশ্বাস।
ল'য়ে যা সরিষা পড়া ভয় হ'বে নাশ।।
আরবার নাগর করিছে দরবার।
'দাদা গেলে ভয় মোরা না করবি আর।।'
ঠাকুর বলেন তবে গোলোক নিকট।
'যাও বাছা, কারো সঙ্গে না করিও হট।।'
শুনিয়া গোলোকচন্দ্র যায় দৌড়াদৌড়ি।
সত্বরে উত্তরে গিয়া নারিকেলবাড়ী।।
'জয়হরি বলরে গৌরহরি বল।'
হুহুঙ্কার করি গিয়া উঠিল পাগল।।
দন্ত করি গোস্বামী দিলেন এক লম্ফ।
তাহাতে গ্রামেতে যেন হ'ল ভূমিকম্প।।
দুর্গাচরণের বাড়ী নবীনের ঘরে।
কবিরাজ এসেছিল পূজা পাতিবারে।।
পাগল হুঙ্কার করি কবিরাজে কয়।
'এই পূজা দিলে যদি কলেরা না যায়।।
যতলোক মরে তার সব দাবী দিবি।
পূজা দিয়া কলেরা কি তাড়া'তে পারিবি।।
দুর্গাচরণেরে বলে 'ছাড় গণ্ডগোল।
ওড়াকান্দী মুখো হ'য়ে হরি হরিবোল।।'
তথা হ'তে চলিলেন বাহুলের ঘরে।
তিন মেয়ে ব্যাধিযুক্ত কহে বাহুলেরে।।
'মেয়ে যদি মরে আমি সে জবাব দিব।
হরিচাঁদ নামে আমি কলেরা ঘুচা'ব।।
মেয়ে থাক্ ঘরে তোরা মোর সঙ্গে চল।
একান্ত মনেতে তোরা হরি হরি বল।।
ওড়াকান্দী প্রভু নামে মান জরিমানা।
কলেরায় মেয়ে তোর মরিতে দিব না।।'
বাহুল আইল সঙ্গে চিন্তা নাহি আর।
হরিবলে পাগল ছাড়িছে হুহুঙ্কার।।
গ্রামের লোকের শঙ্কা সকল ঘুচিল।
দিবানিশি সমভাব নির্ভয় হইল।।
কবিরাজ যেই রাত্রি পূজা পেতেছিল।
ভয় পেয়ে সেই রাত্রি পলাইয়া গেল।।
পাগল বসিল এসে নাগরের ঘরে।
সেই ঘরে থেকে সবে হরিনাম করে।।
বাটীর ঈশাণ কোণে এক শব্দ পেয়ে।
সেই কোণে পাগল চলিল ক্রোধে ধেয়ে।।
নাগরে বলিল ডেকে 'থাক গিয়া ঘরে।
ওড়াকান্দী মুখো হয়ে ডাকগে বাবারে।।'
নাগর আসিয়া ঘরে নিদ্রা নাহি যায়।
হরিনাম ল'য়ে সেই রজনী পোহায়।।
গ্রাম মধ্যে রাত্রি ভরি ভ্রমিছে পাগল।।
গ্রাম্যলোকে তাহা শুনি বলে হরিবোল।।
পাগলের আগমনে গ্রামবাসী যত।
মহানন্দে হরিনামে সবে হ'ল রত।।
কলেরার বিভীষিকা আর নাহি রয়।
কলেরা সে দূরে গেল দূর হ'ল ভয়।।
পড়ে সে নিজড়া গ্রামে কলেরা উদয়।
গোস্বামী গোলোকে ডাকে মনে পেয়ে ভয়।।
সেই গ্রামে গোস্বামীজী উদয় হইল।
পাগলের আগমনে সবে সুস্থ হ'ল।।
এই ভাবে রোগ চলে গ্রাম গ্রামান্তরে।
গোস্বামীজী সাথে সাথে তথা আগুসারে।।